প্রথম আলো

তারিখ ... 25 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একুশে বইমেলা : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সাঈদ বারী

অমর একুশে

অমর একুশে বইমেলা প্রায় শেষ দিকে। একুশে বইমেলা এখন আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্যের অঙ্গ। সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসবের সাড়া পাওয়া যায় এখন পত্রিকার পাতা উল্টালেই। প্রতি বছরের মতো এবারও শুরু হয়ে গেছে বইমেলা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি। কি সম্পাদকীয় পাতায়, কি ফিচার পাতায় কিংবা বার্তা বিভাগীয় পাতা—সবখানেই বইমেলার সচিত্র বিবরণ।

এবারের বইমেলার শুরুতেই একটি বিষয়ে সরব আলোচনা হচ্ছে—বইমেলায় বই বিক্রির প্রকৃতি নিয়ে। অর্থাৎ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যার যার প্রকাশিত বই বিক্রি করবে, নাকি একে অন্যের বইও বিক্রি করতে পারবে! এ নিয়ে জোর বিতর্ক ঘিরে রেখেছে এবারের বইমেলাকে। এবারের বইমেলায় প্রকাশকরা শুধু নিজেদের প্রকাশিত বই প্রদর্শন ও বিক্রি করতে পারবেন—এ রকম একটি উদ্যোগ প্রথম থেকেই জোরেশোরে গ্রহণ করা হয়েছে। এখন এটি কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, তা দেখতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে মাত্র। কারণ নিকট অতীতে এ রকম নিয়ম দেখা যায়নি। অনেক আগে, সম্ভবত ১৯৯৭ ও '৯৮ সালে দুবার ২৫-২৬ জন প্রকাশক নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকাশক-জোন করা হয়েছিল। শর্ত ছিল, এসব পেশাদার প্রকাশক শুধু নিজেদের প্রকাশিত বই বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু দু-একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের হঠকারিতায় পরবর্তীকালে এই নিয়ম ভেঙে গেছে। যদিও কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তারা স্ব-প্রকাশিত বই বইমেলায় প্রদর্শন ও বিক্রি করে থাকে।

এবারের উদ্যোগের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রকৃত সৃজনশীল প্রকাশকই স্ব স্ব প্রকাশিত বই প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থার সপক্ষে বলেই আমি জানি। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, প্রকৃত ও পেশাদার প্রকাশকদের জন্য পর্যাপ্ত স্থানসঙ্কুলান করা সম্ভব হচ্ছে না দেখেই তারা এ রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য হয়েছেন! বইমেলায় জায়গা সংকট—এটি এখনকার একটি বাস্তব ও প্রধানতম সমস্যা। এই সমস্যার অতি জরুরি সমাধান প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমাদের বইমেলার পরিসরের প্রায় ৫০ গুণ বড় পরিসরে আয়োজিত কলকাতা বইমেলা আমাদের চোখের সামনেই উদাহরণ হিসেবে রয়েছে। বর্তমানে বইমেলার আনুষঙ্গিক যা কিছু সমস্যা, তার অধিকাংশই স্থান-সংকট থেকে উদ্ভূত।

এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অনেকটাই সীমাবদ্ধ। প্রায় দুই যুগ আগে আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বাংলা একাডেমীতে যে জায়গায় অমর একুশে বইমেলা শুরু হয়েছিল, আজও সেই সীমাবদ্ধ জায়গাতেই তাদের বইমেলা আয়োজন করতে হচ্ছে অথচ ইতিমধ্যে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা, ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে কয়েক গুণ। সে দিক থেকে দেখলে তারা অনেকটা অসহায়ও! পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে বইমেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সব সময়ই আমাদের কাছে মনে হয়েছে নাজুক! বিশেষ করে একুশে ফেব্রুয়ারিসহ যেসব ছুটির দিনে পাঠক-ক্রেতা-দর্শকের প্রচণ্ড ভিড় হয় (পত্রপত্রিকার ভাষায়, মেলা জমে ওঠে!), সেদিন সত্যিকার অর্থেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। বইমেলা কর্তৃপক্ষেরও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। বইমেলায় প্রবেশ ও নির্গমনের বর্তমান ব্যবস্থা অপ্রতুল। ফলে নারী, শিশু-কিশোর ও বয়স্ক পাঠক-ক্রেতাদের খুবই ঝক্কাট পোহাতে হয়।

এ প্রসঙ্গে আমাদের এই সময়ের সবচেয়ে অগ্রজ প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমদের সাম্প্রতিক একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিই, 'বইমেলায় বাংলা একাডেমীর প্রতি ইঞ্চি জমি ব্যবহার করা হয়। মাঠজুড়ে সারি সারি বইয়ের দোকান। যেভাবে দোকানের সারিগুলো রচিত হয় তার মধ্যকার ফাঁক অতি সামান্য। প্রচুর ধুলাবালি। মেলায় যে কয়দিন প্রচণ্ড ভিড় হয়, সে কয়দিন বাংলা একাডেমীর মেলা আমাদের মতে, পুরোপুরি নিরাপত্তাহীন অবস্থায় থাকে। যদিও এ পর্যন্ত বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু মেলা মোটেও দুর্ঘটনার আশঙ্কামুক্ত নয়। যেকোনো সময় অগ্নিকাণ্ড ও জীবনহারী ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' (প্রথম আলো : ২৮.০১.০৫)

আমাদের গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্প বর্তমানে যেভাবে ও যে পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে, তাতে এখনই অমর একুশে বইমেলার জন্য আরো বড় জায়গার প্রয়োজন। বইমেলাকে তার প্রাপ্য বিশালত্ব আর সৌন্দর্য দিতে হলে এর বিকল্প নেই।

বইমেলায় আগত প্রতিটি পাঠক ক্রেতা-দর্শককে প্রাণভরে শ্বাস নিতে দিতে হবে। বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্যাভিলিয়ন করার সুযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বই মাত্রই বইমেলার পণ্য হতে পারে। সে হোক না পাঠ্যবই, কারিগরি বই বা ধর্মীয় বই। জায়গার স্বল্পতার অজুহাতে সৃজনশীল বই বিক্রেতা, পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশক, বিদেশী বই, নবীন প্রকাশক, অপেশাদার প্রকাশক কাউকেই বইমেলায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা উচিত নয় বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।

সাঈদ বারী : শিশু সাহিত্যিক, প্রকাশক।